(১-৬ নং পাঠের সারাংশ)

ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন
(পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণ)

মহান ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তবে সৃষ্টির শুরুতে কিন্তু পৃথিবী এমনটি ছিল না। তবে পৃথিবী কেমন ছিল?

অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখন এই পৃথিবীর কিছুই ছিল না কিন্তু তখনও ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবী তখন শূন্য ছিল, প্রাণী বা গাছপালা কিছুই ছিল না। চারিদিকে শুধু জল আর জল এবং ঘুট ঘুটে অন্ধকার। ঈশ্বরের আত্মা তখন এই জলের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

ঈশ্বর এই পৃথিবীকে খুব সুন্দর ও তাঁর মনের মত করে সাজাতে চাইলেন। তাই ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মাধ্যমে ছয় দিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে সাজালেন এবং সব শেষে সপ্তম দিনে ঈশ্বর সৃষ্টির কাজ শেষে এই দিনটিকে পবিত্র ও আশির্বাদ করলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং প্রশংসা করলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি আমদের কাছে প্রকাশ করে যে, তিনি সুন্দর, তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনি প্রেমময়। এই পাঠগুলোর মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধারণাগুলো লাভ করবে।

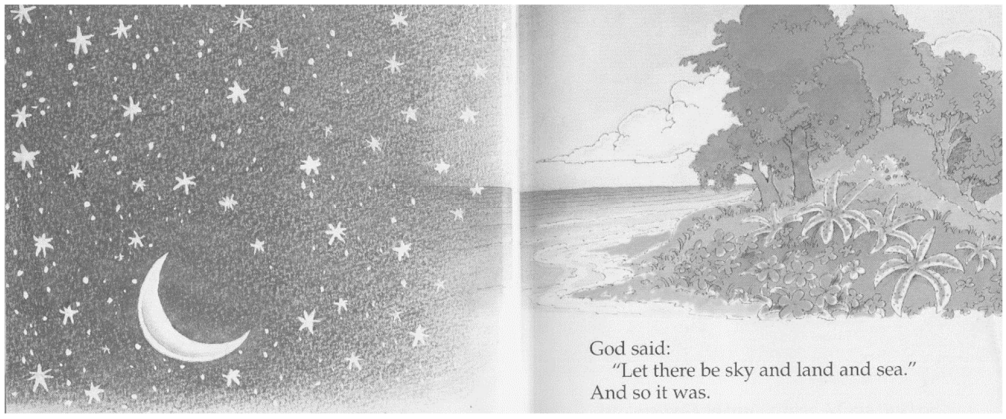

সৃষ্টির বিবরণ (১ম দিন)
(দিন ও রাত)

শাস্ত্র পাঠঃ আদিঃ ১ঃ১-৫

উপকরণঃ খাতা, পেনসিল, রং পেনসিল, টর্চ লাইট, লুকানোর জন্য ছোট বল, ছেলেমেয়েরা সংখ্যা অনুযায়ী শক্ত কাগজ গোল করে কেটে প্রতিটি কাগজে মাঝ বরাবর একটি দাগ টেনে নিবেন।

প্রস্তুতিঃ শ্রেণী কক্ষের লাইট ফ্যান এসকল সুইচগুলোর অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষক আগে থেকেই জেনে রাখবেন যাতে সময় মত সুইচ অন/অপ করতে সুবিধা হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হাতের কাছে রাখুন। একটি ছোট বল সুবিধা মত স্থানে লুকিয়ে রাখুন। (বাইবেলের অংশটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে হবে।)

স্বাগতমঃ শিক্ষক ক্লাশ শুরুর পূর্বেই ছেলেমেয়েদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এর ফলে ছেলেমেয়েদের মাঝে জড়তা দূর হয়ে যাবে। তাছাড়াও গত সপ্তাহে তারা কেমন ছিল, কারও কোন সমস্যা অথবা কেউ অসুস্থ্য ছিল কিনা এসকল ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত খুশি হবে।

খেলাঃ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এক টুকরো কাগজ আর দুই/তিন মিনিট সময় দিন এবং তাদের এমন কিছু তৈরী করতে বলুন যেটা তারা সাণ্ডেস্কুলের বোর্ডে সাজানোর জন্য দিতে পারে। যেমনঃ ফুল, পাখি, মাছ, মানুষ ইত্যাদি। ছেলেমেয়েদের বলুন এ সকল জিনিস তারা কাগজ দিয়ে তৈরী করেছে। কিন্তু বাস্তবে এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর।

প্রারম্ভিক প্রার্থনাঃ.....

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ এই সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা জানবে। সৃষ্টির শুরুতে কি ছিল এবং পরে কি কি সৃষ্টি হল। ঈশ্বরের প্রথম দিনের সৃষ্টি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। এছাড়াও তারা জানবে যে প্রথমদিন ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনের জন্যই এই আলো সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে এই আলোর জন্য প্রভুর গৌরব করবে।

গানঃ ঈশ্বর মহান, বলবান, শক্তিমান, সবকিছু করতে পারেন..... অথবা, উচু নিচু, উচু নিচু, সুন্দর বানাইছে..... এই দুনিয়া গোল বানাইছে.....

কৌতুহল সৃষ্টিঃ ছেলেমেয়েরা যথা স্থানে চুপ করে বসলে লাইট ফ্যানের সুইচ অফ করে শ্রেণী কক্ষকে অন্ধকার করে দিন। যখন চারিদিকে অন্ধকারের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হবে তখন শিক্ষক তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, এই অন্ধকার তোমাদের কেমন লাগে? (ছেলেমেয়েদের মতামত) আমাকে কি তোমরা দেখতে পাও? এরকম কিছু প্রশ্ন। (এরপর ঘরকে আলোর জন্য আবার প্রত্যেকটি লাইট ফ্যানের সুইচ জ্বেলে দিন) ছেলেমেয়েরা যেন আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য সহজেই বুঝে তাই শিক্ষক তাদের বলবেন যে, এখন আমরা সবকিছু ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি আমাকে না দেখতে তাহলে নিশ্চয় তোমাদের ক্লাশ করতে ভাল লাগত না? এই পৃথিবী যদি এমন ঘুট ঘুটে অন্ধকার থাকত তবে কেমন হতো? নিশ্চয় ভাল হত না তাই না? তোমরা কি জান কোথা থেকে আমরা আলো পাই? (সুর্য, চাঁদ) থেকে। এই আলো কে সৃষ্টি করেছেন? (ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন)। আজ আমরা এই আলো সর্ম্পকে জানবো।

ভুমিকা বা উপস্থাপনঃ ছেলেমেয়েরা আমাদের এই পৃথিবী কত সুন্দর তাই না? আমাদের চার পাশে কত গাছপালা, পশু-পাখি, নদী, পাহার-সমুদ্র। আমাদের মাথার উপর বিশাল এক আকাশ। এই আকাশে রয়েছে সূর্য, চাঁদ, তারা। যেগুলো আমাদের আলো দেয়। দিনের বেলায় আমরা চারিদিকে ধুরে বেড়াই আর রাতের অন্ধকারে আমরা ঘুমাই। এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে আমাদের খুব ভাল লাগে তাই না? এই পৃথিবীতে তোমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি কি? (মতামত নিন) কিন্তু তোমরা কি কেউ বলতে পার যে, কে এবং কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন? হ্যাঁ, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর যেন মানুষ এখানে বাস করতে পারে এবং তাঁর গৌরব প্রশংসা করতে পারে। জান, আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বিশাল ও সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করতে ঈশ্বরের মাত্র ছয়দিন সময় লেগেছিল। তোমাদের কাছে কি অসম্ভব লাগছে? কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। আজ আমরা পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিনের ঘটনা সম্পর্কে জানবো। আমরা জানবো পৃথিবী সৃষ্টির আগে কেমন ছিল, সবচেয়ে প্রথমে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করলেন, কেমন ভাবে তিনি এসব সৃষ্টি করলেন?

মূল গল্পঃ অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখনও এই পৃথিবীর কিছুই সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবী তখন শূন্য ছিল, একেবারে কিছুই ছিল না। সম্পূর্ন পৃথিবীটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার আর চারিদিকে শুধু জল থৈ থৈ করছিল। (ছেলেমেয়েরা একবার চিন্তা করে দেখ পৃথিবীতে তখন কেমন একটা পরিবেশ ছিল)। ঈশ্বরের আত্মা তখন এই জলের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। যেহেতু জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল তাই ঈশ্বর এরকম অন্ধকার নিরব পরিবেশকে দুর করতে চাইলেন। কিন্তু তোমরা কি জান কিসের মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়? অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। তাই সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক"। আর অমনি করে তখন অন্ধকার পৃথিবীর চারিদিকে ফুটফুটে আলো হয়ে গেল। কি আশ্চর্য তাই না? ঈশ্বরের এই একটি মাত্র কথায় পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি হল। এই আলো দেখে ঈশ্বরের খুবই ভালো লাগল। তিনি দেখলেন আলো খুবই সুন্দর। তখন তিনি আলো ও অন্ধকারকে আলাদা করে দুটি সুন্দর নাম দিলেন। ঈশ্বর আলোর নাম রাখলেন দিন আর অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত। এমন করেই দিন ও রাতের সৃষ্টি হল। আর এভাবে করে কেটে গেল সৃষ্টির প্রথম দিন।

মূল্যায়নঃ ছেলেমেয়েদের (সৃষ্টি) এবং (তৈরীর) পার্থক্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে। তারা জানবে যে কোন কিছু তৈরী করার জন্য কিছু না কিছুর প্রয়োজন হয় কিন্তু ঈশ্বরের পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য কোন কিছু বা কোন উপকরণ প্রয়োজন হয়নি। কোন কিছুই নয় শুধু মুখের বাক্য দিয়ে ঈশ্বর এই আলো সৃষ্টি করলেন। বিষয়টি ছেলেমেয়েদের কাছে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সহজ করে তোলা যায়। হয়ত তাদের কাছ থেকে উত্তর সঠিক নাও আসতে পারে। তবুও তাদের নজরে পাঠটি মনে রাখতে সহজ হবে।

- ঈশ্বরের আত্মা কোথায় ছিল? উত্তরঃ পৃথিবীর জলের উপর ঘুরে বেড়াচিছলেন। (কি মজা তাই না? এভাবে ঈশ্বর সবসময় আমাদের চারপাশে আছেন কিন্তু তবুও আমরা তাকে দেখিনা। তবে তাঁর বাধ্য থাকলে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি)।

- প্রথম দিন ঈশ্বর পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করলেন? উত্তরঃ আলো সৃষ্টি করলেন। (আলো ছাড়া আমরা অন্ধকারে কোন কিছুই দেখতে পারি না)
- তিনি আলো ও অন্ধকারের নাম কি দিলেন? উত্তরঃ তিনি আলোর নাম দিলেন দিন এবং অন্ধকারের নাম দিলেন রাত।
- দিনে আমরা কি কি কাজ করি? রাতে আমরা কি কি কাজ করি? (ছেলেমেয়েদের আলাদা মতামত)

শিক্ষা ঃ আমাদের ঈশ্বর মহান। তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রথম দিন ঈশ্বর দিন ও রাত সৃষ্টি করলেন।
প্রয়োগঃ আমরা সব সময় দিনে ও রাতে ঈশ্বরের গৌরব করব কারণ আমাদের জন্য তিনি দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন। আমরা প্রতি সকালে দিনের এবং প্রতি সন্ধ্যা বেলা, রাতের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব।

মুখস্ত পদ ঃ "ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।" আদিপুস্তকঃ ১ঃ৫ (প্রয়োজনে সহজ বাংলা বাইবেল ব্যবহার করতে পারেন)

হাতের কাজঃ

কার্যক্রম একঃ তাদের কাছে প্রশ্ন করুন ঈশ্বর প্রথম দিন কি সৃষ্টি করলেন---- আলো। যদি আলো না থাকে তাহলে অন্ধকার ছাড়া আমরা কিছু দেখি না। ছেলেমেয়েদের একথা মনে করিয়ে দেবার জন্য শিক্ষক পূর্ব থেকেই কক্ষের যে কোন এক স্থানে একটি ছোট বল লুকিয়ে রাখেন ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাঁচ ছয় জনের একটি দলকে দায়িত্ব দিন এই বলটি খুজে বের করার এই সময় তাদের হাতে একটি টর্চ লাইট দিন কারণ তখন শ্রেণি কক্ষের লাইটের সুইচ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে। কিন্তু এ সময় ছোটদের তাদের জায়গাতেই এক জন অন্যজনের হাত ধরে বসতে বলুন। ২ মিনিট পর ঘরের লাইট জ্বেলে দিন। তাদের বলবেন (যদি ঘরে আলো থাকতো তাহলে বলটি খুঁজতে সুবিধা হত। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আলো খুবই প্রয়োজন)।

কার্যক্রম দুইঃ মাঝে দাগ দেয়া গোল কাগজটি প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে একটি করে দিতে হবে। তারা এর এক অংশে কালো এবং অপর অংশে হলুদ রং করবে। পরে কালো অংশে লিখবে রাত আর হলুদ অংশে লিখবে দিন।

কার্যক্রম তিনঃ ছবিতে রং করা।

প্রার্থনাঃ প্রভু তোমার গৌরব করি যে তুমি এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছো। আমাদের জন্য দিন ও রাত সৃষ্টি করেছো। আমেন।

সৃষ্টির বিবরণ (২য় দিন)

(আকাশ ও সাগর)

শাস্ত্র পাঠঃ আদিঃ ১ঃ ৬-৮

উপকরণঃ একটি পানি ভর্তি বোল, একটি কাচের গ্লাস একটি সাদা কাগজ, রং পেন্সিল।

প্রস্তুতিঃ পূর্বে বাইবেলের অংশটি ভালভাবে পাঠ করবেন।

স্বাগতমঃ ক্লাশ শুরুর পূর্বে ছেলেমেয়েদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং গত ক্লাশের পড়া সম্পর্কে তাদের সাথে প্রশ্ন করুন। যেমনঃ # সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীতে কি ছিল? চারিদিকে শুধু জল আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। ১ম দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করলেন? আলো # ঈশ্বর আলো ও অন্ধকারের কি নাম দিলেন? ঈশ্বর আলোর নাম দিন এবং অন্ধকারের নাম রাত দিলেন।

খেলাঃ (গত ক্লাশের পড়া মনে আছে কিনা যাচাই করতে এই খেলাটি করা যায়)। ছেলেমেয়েদের দুটি দলে ভাগ করে দুইদলকে একটি করে কাগজ ও পেন্সিল দিন। একদল তালিকা করবে (যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষ তা তৈরী করতে পারে না), আর অন্যদল তালিকা করবে (যা মানুষ তৈরী করতে পারে)। (সময় ২ মিনিট)। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দুই দল তাদের কাগজ শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।
এখন সবাইকে ক্লাশ রুমের মাঝখানে এসে দাড়াতে বলুন। ছেলেমেয়েদের তৈরী করা তালিকা থেকে মিলিয়ে প্রতিটি থেকে একটি করে নাম পড়ুন এর মধ্যে যেটা শুধু মাত্র ঈশ্বর প্রথমদিন সৃষ্টি করেছেন সেটা বললে, ছেলেমেয়েরা ডান পাশের দেয়ালের কাছে দৌড়ে যাবে কিন্তু অন্যগুলো পড়লে তারা বাম পাশে দৌড়ে যাবে। যেমন গাছ (বাম পাশে), আলো (ডান পাশে), খাবার (বাম পাশে), টেবিল (বাম পাশে) দিন (ডাক পাশে), জল (ডানপাশে)। যারা ভুল করবে তারা খেলা থেকে বাদ পড়ে যাবে।

প্রাথমিক প্রার্থনাঃ.....

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের সৃষ্টির দ্বিতীয় দিন সম্পর্কে জানবে। ঈশ্বর শুধু তাঁর মুখের কথা দিয়ে জলকে দুইভাগ করে সমুদ্র ও এই বিশাল আকাশ তৈরী করেছেন।
ঈশ্বর অনেক মহান। শুধু তাঁর মুখের কথাতেই সমুদ্র ও এই বিশাল আকাশের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরব করব ও তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

গানঃ যীশুর ভালবাসা রহস্যময় ও আশ্চর্য (৩).... ও....মহৎ ভালবাসা (২) আকাশের চেয়ে আরও উচু, সমুদ্রের চেয়ে আরও গভীর, মহাবিশ্বের চেয়ে আরও প্রসস্থ..... ও..... মহৎ ভালবাসা (২)।

ভুমিকা বা উপস্থাপনঃ পাঠ শিক্ষাদানের পূর্বে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মাঝে কৌতুহল সৃষ্টি করুন। আমাদের বেঁচে থাকতে সবচেয়ে কি বেশী সাহায্য করে? এই গুরুত্বপূর্ন জিনিসটির নাম হল বাতাস। কারণ বাতাস ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি না। আর শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকলে মানুষ মরে যেত। ঈশ্বর জানতেন যে, মানুষের নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস প্রয়োজন। তাই তিনি এই বাতাস সৃষ্টি করলেন। আর বাতাস কোথায় থাকে? বিশাল আকাশে এই বাতাস ভেসে বেড়ায়, বাতাস আমাদের চারপাশে থাকে কিন্তু আমরা তা চোখে দেখি না।। কিন্তু আমরা জানি কি? এই আকাশ কিভাবে আসল? আজ আমরা সেই ঘটনাই বাইবেল থেকে জানব।

মূল গল্পঃ আমরা গত ক্লাশে জেনেছি যে, পুরো পৃথিবীর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত শুধু জল আর জল ছিল। প্রথমদিন ঈশ্বর পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি করে অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করেছেন। ঈশ্বর দেখলেন যে পৃথিবীতে আলো আছে কিন্তু পুরো জায়গায় শুধু জল আর জল। তখন ঈশ্বর বললেন, জলের মধ্যে বিতান হোক। ঈশ্বরের কথা মতো ঠিক জলের মাঝখানে অনেক বড় একটা জায়গা। আর এই জায়গার মাধ্যমে জল দুই ভাগ হয়ে গেল। আর ঈশ্বর জানতেন যে, এই বিতানের একটি সুন্দর নাম জল তখন একটি বড় সমুদ্রের মত ছিল।
কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় হল যে, আকাশে তো কোন নদী নেই বা পুকুর নেই। তা হলে আকাশের সব জল কোথায় গেল? আমরা আকাশে অনেক মেঘ দেখি তাই না? ঈশ্বর এই মেঘ সৃষ্টি করলেন। এই মেঘ হল জন কনা। এগুলো আকাশে ভেসে বেড়ায়। বাতাস এই মেঘ গুলোকে আকাশে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও অনেক সময় আমরা বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি আকাশ থেকে পড়তে দেখি তাই না? এগুলো সবকিছুই হল জল। মেঘ আকাশে ভাসতে ভাসতে যখন ভারী হয়ে যায় তখন বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে।
ছেলেমেয়েরা দেখেছ, ঈশ্বর কি আশ্চর্যভাবে এই বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন। আজকের পাঠে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর সারা পৃথিবীর জলকে দু'ভাগ করলেন এবং পৃথিবীর উপরের অংশে একটি বিশাল আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং নিচের অংশে রইল বিশাল সমুদ্র।

মূল্যায়নঃ ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে যেন ছেলেমেয়েদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে এজন্য তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমনঃ

সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবী কেমন ছিল? উত্তরঃ ঘুটঘুটে অন্ধকার ও চারিদিকে শুধু জল আর জল।
পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তরঃ আলো (ঈশ্বর অন্ধকার দুর করে আলো সৃষ্টি করলেন)
ঈশ্বর আলো ও অন্ধকারের নাম কি দিলেন? উত্তরঃ ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন (দিন) এবং অন্ধকারের নাম দিলে (রাত)।
দ্বিতীয় দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করলেন? উত্তরঃ আকাশ ও সমুদ্র । (তিনি জল থেকে আকাশকে পৃথক করে ছিলেন।)

শিক্ষাঃ ঈশ্বর খুবই আশ্চর্য ও সুন্দরভাবে এই পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রয়োগঃ আমরা ঈশ্বরের গৌরব করব কারণ তিনি আমাদের জন্য এই সুন্দর ও বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন।

মুখস্ত পদঃ "ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন" আদিপুস্তকঃ ১ঃ৮।

হাতের কাজঃ

কার্যক্রম একঃ আকাশ কিভাবে এত জলকে ধরে রাখে? বাতাসের মাধমে। আজ আমরা ছোট একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি দেখব, জল ভর্তি বোলটাকে ছেলেমেয়েদের সামনে রাখুন। এখন একটি সাদা কাগজ হাত দিয়ে মুচড়ে বলের মত তৈরী করে গ্লাসের একদম নিচে রাখুন। এখন গ্লাসটাকে উপুড় করে রাখলে দেখা যাবে যে, গ্লাসের একদম মাথায় থাকার কারণে জল কাগজটিকে স্পর্শ করবে না। এতে কি হবে কাগজটি গ্লাসের যে অংশে জল থাকলে সেখানে পড়ে যাবে না এবং ভিজেও যাবে না। এটা কি করে হল? এটা শুধুমাত্র সম্ভব হল বাতাসের কারণে। গ্লাসের যে স্থানে পানি নেই সেখানে বাতাস পরিপূর্ন হয়েছে। তাই বলা যায় বাতাসের খুব শক্তি। এভাবে করে আকাশে বাতাস জলকে নিয়ন্ত্রণ করে।
(ছেলেমেয়েরা তোমরা যে পরীক্ষাটি শিখলে তা বাসায় গিয়ে বাবা-মা ও অন্যদের করে দেখাবে।)

 # কার্যক্রম দুইঃ ছেলেমেয়েরা প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা শিক্ষকের সাথে মুখে বলবে ও অঙ্গ ভঙ্গিমা/ এ্যাকশনের মাধ্যমে করবে।

১ম দিন, ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলো সৃষ্টি করেছেন। (অন্ধকার বলার সময় ছেলেমেয়েরা দুই হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করবে এবং আলো বলার সময় আবার চোখ খুলবে)।

২য় দিন, ঈশ্বর সমুদ্র থেকে বিশাল আকাশ সৃষ্টি করলেন। (সমুদ্র বলার সময় তারা দুই হাত দিয়ে ঢেউ দেখাবে এবং আকাশ বলার সময় দুই হাত উপরের দিকে তুলে ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের বিশালতাকে দেখাবে।)

এর পর ছেলেমেয়েরা তাদের পাশের জনের কাছে এভাবে এ্যাকশনের মাধমে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বর্ণনা করবে।

কার্যক্রম তিনঃ ছবিতে রঙ করা।

প্রার্থনাঃ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, তুমি আমাদের প্রতি অনেক দয়া করেছ। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী দিয়েছ তাই তোমার গৌরব করি।

সৃষ্টির বিবরণ (৩য় দিন)
(ভুমি ও গাছপালা)

শাস্ত্র পাঠঃ আদিঃ ১ঃ৯-১৩

উপকরণঃ একটা বড় স্টিলের থালা, একটি মাটির খণ্ড টুকরো, একটা পাথরের টুকরো এবং কিছু জল।

প্রস্তুতিঃ পূর্বে বাইবেলের অংশটি ভালভাবে পাঠ করুন এবং উপকরণসমুহ সঠিকভাবে গুছিয়ে নিন।

স্বাগতমঃ ক্লাশ শুরুর পূর্বে ছেলেমেয়েদের সাথে শুভেচ্ছা এবং কুশল বিনিময় করুন। তাদের গত ক্লাশের পড়া অথবা হাতের কাজ সম্পর্কে জানতে সংক্ষিপ্ত ভাবে খোঁজ নিন।

খেলাঃ খেলাটির জন্য ছেলেমেয়েদের সকলকে দাঁড়াতে হবে। কয়েকটি খবরের কাগজ বিভিন্ন স্থানে বিছিয়ে দিন। খেলার পূর্বে ছেলেমেয়েদের বলতে হবে, এই খেলায় ছেলেমেয়েরা সবাই এক একটি প্লেন। অর্থাৎ তাদের প্লেনের মত করে উড়তে হবে (দুই হাত কাধের দু পাশে রেখে দৌড়ে বেড়াতে হবে।) শিক্ষক যখন রেডী বলে বাঁশিতে ফুঁ দিবেন তখন ছেলেমেয়েরা এভাবে করে উড়বে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষক যখন পরবর্তীতে আবারও বাঁশি বাজাবেন তখন তাদের এই কাগজের উপরে এসে দাঁড়াতে হবে। যারা দাঁড়াতে পারবে না অথবা দাঁড়ানোর সময় যাদের পা মাটিতে পড়বে তারা আউট হয়ে যাবে। এভাবে করে একটা বা দুইটা করে কাগজ মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে হবে আবার কাগজ ভাজ করে ছোট করে দিতে হবে। এভাবে একসময় কাগজে পা রাখতে না পেরে অনেকেই আউট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত বিজয়ীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রারম্ভিক প্রার্থনাঃ.....

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের সৃষ্টির তৃতীয় দিন সম্পর্কে জানবে। ঈশ্বর জলকে আলাদা করে শুকনো ভুমি/মাটি তৈরী করলেন। পৃথিবীতে শুধু জল থাকলে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব হত না।
ঈশ্বর দয়ালু তিনি আমাদের কথা চিন্তা করেন, এজন্য তিনি আমদের বেঁচে থাকার জন্য এই ভুমি/মাটি সৃষ্টি করলেন, এই মাটিতে ঘর-বাড়ী তৈরী করে আমরা বসবাস করি এবং মাটিতে চলাফেরা করতে পারি। এজন্য আমরা প্রভুর গৌরব করব।

গানঃ উচু নিচু উচু নিচু সুন্দর বানাইছ (২) এই দুনিয়া গোল বানাইছ।.....

ভুমিকা বা উপস্থাপনঃ গল্পের শুরুতে কৌতুহল সৃষ্টির জন্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে জানতে চান যে, কার কোন ফল পছন্দ। তাদের বলুন, এই ফল গুলো কোথায় হয়? গাছে তাই না? কিন্তু জান এই গাছ জন্মানোর জন্য মাটি দরকার। আচ্ছা তোমাদের মনে আছে যে সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবী ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল এবং চারিদিকে জল থৈ থৈ করছিল। এরপর আমরা দেখলাম যে, ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন। আর জলকে ভাগ করে এর উপরের অংশে আকাশ এবং নিচের অংশে জল থাকলো। ছেলেমেয়েরা ভেবে দেখ শুধু যদি এরকম জল থাকত তাহলে কি অন্য কিছু সৃষ্টি হত? আর আমাদেরকেও তখন জলের মধ্যে বাস করতে হত। তাই ঈশ্বর এই জলকে সরিয়ে একজায়গায় নিলেন এবং শুকনো মাটি/ভুমি সৃষ্টি করলেন। আর এজন্যই তো এত গাছপালা, এত সুন্দর সুন্দর ফুল, এত মজার মহার ফলের সৃষ্টি হয়েছে। আজ আমরা কিভাবে এসব সৃষ্টি হল সেই সম্পর্কে জানব।

মুল গল্পঃ সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবী একদম অন্ধকার ছিল আর চারিদিকে শুধুই জল ছিল। কিন্তু প্রথম দিন ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় দিন ঈশ্বর জলকে দুইভাগ করে উপরিভাগকে নাম দিলেন আকাশ। ঈশ্বর তাঁর সুন্দর সৃষ্টি দেখে খুবই খুশী ছিলেন। ঈশ্বর আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করার কথা ভাবলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন যে, পৃথিবীতে যদি শুধু জল থাকে তাহলে অন্য এমন কিছু কিছু সৃষ্টি আছে যা এই জল ছাড়া বাঁচতেও পারবে না। এসব কিছু ভেবে তিনি ঠিক করেন যে এই জলগুলোকে একজায়গায় জমা করতে হবে। তখন ঈশ্বর বললেন, আকাশের নিচে সব জল এক জায়গায় জমা হোক আর শুকনো জায়গার সৃষ্টি হোক। ঈশ্বরের কথামত সব জর একজায়গায় জমা হয়ে গেল আর আগে যেখানে জল ছিল সেখানে দেখা দিল শুকনো মাটি/ভুমি। পরে ঈশ্বর যেখানে সব জল জমা হল তার নাম রাখলেন সমুদ্র। এছাড়াও জল ছোট ছোট আকারে বিভিন্ন স্থানে জমা হয়ে নদী, খাল-বিল, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি সৃষ্টি হলো। ঈশ্বর দেখলেন যে, এত সুন্দর ভুমি/মাটি কিন্তু কেমন যেন খালি খালি লাগছে। এরপর তিনি এই মাটি/ভুমিকে পূর্ন করার জন্য সবুজ গাছপালা সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর বললেন, “ভুমির উপর ঘাস, ফুল ও ফল ধরার জন্য গাছপালা হোক।” এতে চারপাশে বিভিন্ন রং এর ফুল-ফল আর ওষধি গাছপালায় ভরে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এতসব গাছপালা তৈরী করতে ঈশ্বরের কোন চারা বা বীজ এসবের প্রয়োজন হয়নি কিন্তু শুধুমাত্র মুখের কথার মাধ্যমেই তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই আজ আমরা এত সব সুস্বাদু ফল খেতে পারি, এই সুন্দর ফুল তাদের সুন্দর গন্ধ ও সৌন্দর্য দিয়ে আমাদের মনে আনন্দ দেয় আবার অনেক গাছ আমরা ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার করি। এখন আমরা এসব গাছ থেকে চারা উৎপাদন করে নতুন গাছের জন্ম দিতে পারি। গাছেরও জীবন আছে। তাই গাছপালা হল ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম জীব। এরপর ঈশ্বর দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্টি খুবই সুন্দর হয়েছে। এমনি করে ঈশ্বরের সৃষ্টির তৃতীয় দিন শেষ হয়ে গেল।

মূল্যায়নঃ ছেলেমেয়েদের গল্প বোঝা এবং মনে রাখা যাচাই করার জন্য তাদের কাছে প্রশ্ন করুন। যেমনঃ # পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তরঃ আলো।
দ্বিতীয় দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তরঃ আকাশ। তিনি জল থেকে আকাশ কে পৃথক করেছিলেন।
তৃতীয় দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তরঃ মাটি এবং অনেক রকমের ফুল ও ফলসহ গাছপালা, ঘাস।

শিক্ষাঃ এত সুন্দর ফুল-ফলের গাছপালা সৃষ্টি করতে ঈশ্বরের কোন বীজ বা চারার দরকার হয়নি শুধুমাত্র মুখের কথার মাধ্যমেই তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।

প্রয়োগঃ আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা করি। যখন আমরা সুন্দর ফুল-ফল দেখি বা বিভিন্ন ধরণের ফল খাই তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব কারণ তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

মুখস্ত পদঃ "ঈশ্বর কহিলেন, ভুমি তৃণ বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জমি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভুমির উপরে উৎপন্ন করুক, তাহাতে সেইরুপ হইল"। আদিপুস্তকঃ ১ঃ১১।

হাতের কাজঃ

কার্যক্রম একঃ (এই কাজটি শিক্ষক গল্প বলতে বলতে ছেলেমেয়েদের দেখাতে পারেন অথবা শুধুমাত্র বাইবেলের পদ গুলো পড়ে দেখাতে পারেন।) প্রয়োজনীয় জিনিস ক্লাশ শুরুর আগেই একটি বড় ব্যাগে করে নিয়ে আসলে শিশুরা এই ব্যাগের ভিতর কি আছে তা দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবে।

এই কাজটি শিক্ষক তার প্রতিটি কথা বলার সাথে সাথে করতে পারেন। যেমনঃ

- ঈশ্বর বললেন, "আকাশের নিচের সমস্ত জল একজায়গায় জমা হোক"। করণীয়- (ছেলেমেয়েদের সামনে টেবিলের উপরে একটি থালা রেখে তার মধ্যে কিছু জল দিতে হবে।)
- ঈশ্বর বললেন, "শুকনো জায়গা হোক"। করনীয় (একণ থালার ঠিক মাঝখানে মাটির টুকরো আর পাথরে টুকরো রাখতে হবে) এতে শিশুরা দেখবে যে কিভাবে জল আলাদা হল।
- ঈশ্বর বললেন, মাটিতে ঘাস, ফুল-ফল, ওষধি গাছ জন্মাক। করণীয়ঃ (কিছু ছোট ছোট গাচের চারা অথবা ঘাস এনে সামনে রাখা যায় সম্ভব হলে টুকরো করে কেটে রাখতে পারেন।
  শিশুরা বাসায় গিয়ে তোমরা এসব তোমাদের পিতামাতাকে বা ছোট ভাই-বোন বা অন্যান্য সকলকে দেখাতে পার।

কার্যক্রম দুইঃ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীর্জা ঘরের আশে পাশে গাছ লাগান। এতে তারা জানবে যে, ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেই।

কার্যক্রম তিনঃ রং করা।

প্রার্থনাঃ প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই যে, তুমি আমাদের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী ও অনেক সুন্দর ফুল-ফলের গাছপালা সৃষ্টি করেছ। তোমাকে আর ধন্যবাদ দেই যে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তুমি এই মাটি সৃষ্টি করেছ কেননা আমরা জলের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারতাম না।